ভোরের কাগজ

MAY 13 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যেতে যেতে পথে

এম এ মোমেন

ঠাণ্ডা ফি, এইচএসসি পরীক্ষা এবং শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর অভিযান

নকল সংস্কৃতি জাতীয় সংস্কৃতিতে এমনই নিবিড়ভাবে একীভূত হয়ে গেছে যে, ভয় হয় নকলের অধিকার হরণের চেষ্টা আবার না মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে চিহ্নিত হয়। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে ধন্যবাদ, নকলের অধিকার হরণ করেই চলেছেন। তার প্রতিপক্ষও বসে নেই। এর মধ্যেই বামনা ডিগ্রি কলেজ মিলনায়তনে প্রতিপক্ষের একটা সম্মেলন শেষ হলো। সম্মেলন শেষে ঠাণ্ডা ফির ঘোষণা জারি করা হলো। আসছে এইচএসসি পরীক্ষা চলাকালে বামনা কেন্দ্রে নকল করার সুযোগ নিতে হলে পরীক্ষার্থীদের প্রত্যেককে ৫০০ টাকা করে ঠাণ্ডা ফি দিতে হবে। এই ফির একাংশ ব্যয় হবে প্রশাসনকে ম্যানেজ করতে। বাদবাকি নিশ্চয়ই সুষ্ঠুভাবেই বণ্টন করা হবে। পরীক্ষায় সুবন্দোবস্তের নিশ্চয়তা লাভের জন্যই এই ঠাণ্ডা ফি। এই ফির ভাগ পেলেই প্রশান্তি নেমে আসবে, সুন্দর শান্তিপূর্ণ সোহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা চলতে থাকবে। বরিশাল থেকে সংবাদ-এর বার্তা পরিবেশক পাঠিয়েছেন জনগুরুত্বসম্পন্ন

লেনদেনও এসব ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এইচএসসি পরীক্ষায় এ বিষয়ে প্রশাসনের দৃঢ়তা আগামীতে পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা সহজতর এবং নকলমুক্ত করতে সাহায্য করবে।

৪. কেন্দ্র সচিব ব্যতীত কোনো শিক্ষক মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না। কেন্দ্র সচিবেরই বা মোবাইল ফোনের কি দরকার?

৫. নকল সহায়ক পিয়ন-দপ্তরিও। এবার পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষার্থীদের পানি খাওয়ানোর জন্য পিয়ন বা দপ্তরি পরীক্ষার হলে ঢুকতে পারবে না। তবে শেষ আধঘণ্টা খাতা সেলাই এবং খাতা সংগ্রহে সহায়তা করার জন্য ভিতরে যাওয়ার সুযোগ পাবে।

৬. নকল সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকলেই হলো। পরীক্ষার্থীকে তখনই বহিষ্কার করা হবে। নকল করার দরকার নেই। সঙ্গে থাকাই যথেষ্ট।

৭. এবার নতুন সংযোজন ভিডিও ক্যামেরা। ক্যামেরাতে ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সচিত্র রেকর্ড করা হবে। দায়িত্বকালীন

বেতিক্যাশের মাধ্যমে গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ওপর বিশেষ উপস্থাপনা